কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

শিক্ষাকে বিশ্বমানে পৌঁছাতে চাই

নুরুল ইসলাম নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

শিক্ষার মানোন্নয়নই এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ,' বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

শিক্ষাকে বিশ্বমানে পৌঁছাতে চাই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

...পস না করার ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষাকে বিশ্বমানে পৌঁছাতে চাই।'

দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করে নাহিদ বলেন, 'সমাজে যখন দুর্নীতি আছে তখন তা শিক্ষাক্ষেত্রেও আছে। দুর্নীতি এমন কোনো বিষয় না যে আজকে অর্ডার দিলাম, কালই শেষ হয়ে যাবে। তবে আশার ব্যাপার, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপে সারা বিশ্বে গত বছর গড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির পরিমাণ ছিল ১৭ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশে এ পরিমাণ ১২ শতাংশ।'

গত মঙ্গলবার কালের কণ্ঠের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব কথা বলেন।

প্রায় সাত হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক শিক্ষকের এমপিওভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এমপিও নির্ভর করে আর্থিক সংগতির ওপর। তবে ভালো যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি, তা পর্যায়ক্রমে বর্তমান সরকারের সময়ের মধ্যেই এমপিওভুক্ত করা হবে। ১৯৮০ সালের আগে বেসরকারি শিক্ষকরা সরকারের কাছ থেকে তেমন সুযোগ-সুবিধা কিছুই পেতেন না। এখন অনেক কিছুই পান। গত সরকারের পাঁচ বছরে শিক্ষকদের বেতন মোট ৬০ শতাংশ বেড়েছে। বাড়িভাড়া পাঁচ গুণ এবং চিকিৎসাভাতা দ্বিগুণ করেছি। তাঁদের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই আন্তরিক। আগামী দিনে কিভাবে সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যায় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।'

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন এক দিনে সম্ভব নয়। এ নীতি প্রণয়নের পর বহু কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সার্বিক বাস্তবায়নে আইন দরকার। আমরা শিক্ষা আইনের খসড়াও প্রণয়ন করেছি। তা কেবিনেটে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু কিছু সংযোজন করার প্রস্তাব দিয়ে আবার ফেরত পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, শিগগিরই তা পাস হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা গত সরকারের সময়ে এ-সংক্রান্ত ফাইল কেবিনেটে পাঠিয়েছি। কিন্তু সামান্য সংশোধন এবং নির্বাচনী ঝামেলার জন্য তা এখনো সংসদে যায়নি। এটিও দ্রুত পাস হবে। এ ছাড়া গত সরকারের সময়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন করা হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনে অগ্রসর হলেও দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান খারাপ। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্বসহ বেশ কিছু ঝামেলা রয়েছে। তারা আবার কোর্টে মামলা করে স্থগিতাদেশ নিয়ে রেখেছে। আমরা নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। এর পরই মানহীন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নামা হবে। আগামী দিনে আরো নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও আসতে পারে। এটা চলমান প্রক্রিয়া।'

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, '২৩ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপনের একটি প্রকল্প চলছে। এরই মধ্যে ২০ হাজার বিদ্যালয়ে এ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আগে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তা শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গেই ডিজিটাল ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করছি। আগামী দিনে নতুন নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সব বিদ্যালয়ই এর আওতায় আসবে।'

কওমি মাদ্রাসাকে মূল শিক্ষার স্রোতে আনার ব্যাপারে মন্ত্রী বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার আলেমদের মতামত নিয়ে একটি নীতিমালা করা হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা আমাদের অবস্থানে অনড় আছি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মূলস্রোতে আসবে।'

নাহিদ বলেন, 'কারিগরি শিক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। গত সরকারের সময়ে দায়িত্ব গ্রহণের সময় এতে শিক্ষার্থীর হার ছিল ১ শতাংশ; কিন্তু এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে আমরা নতুন তিনটি প্রকল্পও চালু করেছি। এতে শিক্ষার্থী সংখ্যা আরো বাড়বে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি-দাওয়া সমাধানের ব্যাপারেও কাজ চলছে।'

অর্থাভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু প্রকল্প আটকে থাকার ব্যাপারে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা খুবই ধারাবাহিক কাজ করছি। যে অর্থ পাই তা দিয়ে কাজ হয় না। আমরা সব প্রকল্প দ্রুত শেষ করার ব্যাপারে আন্তরিক। নতুন মধ্যমেয়াদি বাজেট রিভিউয়ে কিছু অর্থ পাওয়া যাবে, যা দিয়ে এ প্রকল্পগুলোর গতি আসবে।'

নাহিদ বলেন, 'নির্বাচনকালীন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর মেরামত শিগগিরই শুরু হবে। তবে যেসব বিদ্যালয় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বা পুনর্নির্মাণ দরকার, তা করতে কিছুটা দেরি হবে। আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দের জন্য এরই মধ্যে চিঠি দিয়েছি। তবে বিকল্প ব্যবস্থায় সব বিদ্যালয়েই ক্লাস চলছে।'

পরীক্ষার সময়ে হরতাল-অবরোধের নামে জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচি না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষার মাঝে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে নাজুক অবস্থায় আছি। আমার আহ্বান, শিক্ষাকে কেউ দলীয় বিবেচনায় নেবেন না। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। এমন কোনো কাজ করবেন না, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাধা সৃষ্টি করে।'